ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা
জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
শেখ আলতাফ আলী
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৮

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	**ইছামতি অফসেট প্রেস** ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭, ৯৩৩৬০৩৮

LOKPRASHASON SAMOEEKY

Vol. 19, June 2001/Ashar 1408

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : S. M. Zobayer Enamul Karim

© Bangladesh Public Administration Training Center 1408

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশে চালের বাজারের একটি সমীক্ষা ঃ
চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত ১
এ, জে, এম, ফারুক

প্রকল্প চক্র ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন পক্রিয়া ২৫
এস, জে, আনোয়ার জাহিদ

সামাজিক গবেষণায় প্রতিবেদন লিখন ঃ পদ্ধতি ও কৌশল ৪৫
রহমত আলী-ছিদ্দিকী

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব
একটি জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৬৭
খন্দকার ওমর মুয়ীদ

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের পরীক্ষা ভাবনা ঃ
একটি পর্যালোচনা ৮৩
ড. মোহাম্মদ হান্নান

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

বাংলাদেশে চালের বাজারের একটি সমীক্ষা ঃ চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত

এ, জে, এম, ফারুক *

A Study on Rice Market in Bangladesh : Chittagong Perspective.

- A. J. M. Farooque

Abstract : This article examines the factors that influence seasonal variation in prices of rice in Bangladesh, utilizing date for the Chittagong terminal market. It explains the significance of government offtake from public stock, and the activities of private traders to price formation and seasonal price fluctuation. Using a regression model, it leads to the finding that government intervention does not have any significant stabilizing influence on price fluctuations, confirming findings of an earlier study. Exploring the activities of private traders,it is shown that their profitability has steadily declined mainly due to the nature of seasonal price movement, which, in turn, is influenced by the internal procurement program of the government, the large scale milling capacity bullet up since the 1980's and the growing importance of boro crop. The paper concludes with a few recommendations for a more accurate assessment of factors influencing seasonal price fluctuations.

ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত চালের মাসিক খুচরা দামের পর্যালোচনায় বিভিন্ন মাসের দামের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য প্রকাশ পায়। দামের ব্যাপক পরিবর্তন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। চালের দাম বৃদ্ধি শহুরে দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র কৃষক, যাদেরকে মৌসুমের শেষে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাজার

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হতে চাল ক্রয় করতে হয়,তাদের উদ্বেগের বিষয়। আবার, কৃষি খামার পর্যায়ে, দামের একটা বৃহৎ হ্রাস আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের উদ্দীপনাকে গুরুতরভাবে হ্রাস করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের খাদ্যনীতি, দাম স্তরকে এমন একটা পর্যায়ে স্থির রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে স্তর কৃষককে পর্যাপ্ত মুনাফা প্রদান করে এবং তুলনামূলক স্থিতিশীল দামে পর্যাপ্ত শস্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। সরকারের অভ্যন্তরীন (খাদ্যশস্য) সংগ্রহ কর্মসূচী (Internal Procurement Program) এবং গণ খাদ্য শস্য বিতরণ ব্যবস্থা (Public Foodgrain Distribution System PFDS) এ সকল উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয় (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়'৮৫) PFDS এর মাধ্যমে ছয় ক্যাটাগরিতে খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্ব (Essential Priority বা EP), বিধিবদ্ধ সংবিভাগ (Statutory Rationing বা SR),পল্লী সংবিভাগ (Palli Rationing বা PR), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (Food for Works Program বা FWP), দুস্থ দল উন্নয়ন (Vulnerable Group Development বা VGD) এবং খোলা বাজারে বিক্রয় (Open Market Sale বা OMS)। ১৯৮০ এর সময় কালে উপস্থাপিত রেশনিং এর কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; গণ খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS) এর অধীনে বিধিবদ্ধ সংবিভাগ (SR) হতে গুরুত্ব খোলা বাজারে বিক্রয় (OMS) এ স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পল্লী এলাকায় পল্লী সংবিভাগ (PR), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী FWP) এবং দুস্থ দল উন্নয়ন (VGD) কর্মসূচীর অধীনে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৯০)। এ উদ্দেশ্য প্রতিপালনে এ পর্যন্ত গৃহীত সরকারী নীতি সমূহের কার্যকারিতা, বিশেষ করে, তুলনামূলক স্থিতিশীল দামে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য যোগানের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন পরীক্ষা করা প্রাসঙ্গিক। যেহেতু, বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ (private traders) খোলা বাজারে খাদ্য শস্য বিতরণের প্রধান কার্যাবলী পালন করে থাকে, তাই এক্ষেত্রে তাদের কার্যপ্রণালী এবং খোলা বাজারে দাম নির্ধারণ ও দাম স্থিতিশীলতার উপর বিদ্যমান তাদের যে কোন প্রভাবও (যদি থাকে) নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এ সমীক্ষায় চালের গুদামজাতকরণ খরচের প্রাক্কলন দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীন উৎপাদনে, সরকারী সরবরাহ (offtake), বেসরকারী বাণিজ্য কারকদের

প্রত্যাশা ও চালের বাজার দাম এবং তার উত্থান পতনের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক পরীক্ষার নজ্য একটা সরলীকৃত নমুনা (model) ব্যবহার করে বিশ্লেষনের কাঠামো প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া আন্তঃ মৌসুমি দামের উত্থান-পতনের নির্ধারক সমূহ বিশেষ করে এ সকল উত্থান পতনের উপর সরকারী offtake এর প্রভাব পর্যবেক্ষনের জন্য একটা Regression model ব্যবহৃত হয়েছে। বেসরকারী বাণিজ্য কারকদের কার্য সম্পাদন প্রণালী এবং দামের মৌসুমি তারতম্যের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিশ্লেষন করা হয়েছে। সব শেষে প্রাপ্ত প্রধান তথ্য সমূহের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

যে দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে সেগুলো হলো (ক) চট্টগ্রামের প্রান্তীয় বাজারে (terminal market) চালের দামের মৌসুমি তারতম্যের জন্য দায়ী উপদানসমূহ চিহ্নিত ও অধ্যয়ন করা, এবং সুনির্দিষ্টভাবে সরকারী মজুদ হতে সংগ্রহ (Public offtake) যেভাবে দামের মৌসুমি তারতম্যকে প্রভাবিত করে তা' বিশ্লেষন করা; এবং (খ) বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ কিভাবে চালে দামের মৌসুমি তারতম্যকে প্রভাবিত করে তা' চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা।

এ সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমগ্রক (population) হিসেবে চট্টগ্রাম শহর এলাকায় অবস্থিত পাহাড়তলী এবং চাক্তাই পাইকারী বাজারকে (যেখানে আড়তদারদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যামান) বিবেচনা করা হয়েছে। দৈবচয়নের (random) ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচনের পর নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সহায়তায়, পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপ ২০০২ সালের জানুয়ারীতে পরিচালিত হয়। অনুরূপ একটি জরিপ ১৯৮৫-৮৬ সালেও পরিচালিত হয়েছে এবং ১৯৭৮-৯৯ সময় কালের, দাম এবং উৎপাদনের মাধ্যমিক (secondary) উপাত্ত খাদ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৭৮-১৯৯০ সময়কালে সরকারী মজুদ

হতে offtake সম্পর্কিত উপাত্ত, "A Data Base on Agriculture & Foodgrain in Bangladesh" (হামিদ ১৯৯১ ঃ ১৫৬-১৫৭) থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চাল সংরক্ষণে খরচ

চট্টগ্রামের পাইকারী দোকান এবং পণ্যগার সমূহের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ সারণী ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ খরচের মধ্যে রয়েছে মজুরী, ভাড়া, সুদ, ক্ষয়ক্ষতির খরচ এবং পরিবহন ইত্যাদি খরচসমূহ। সংরক্ষণ খরচের বেশির ভাগ অংশই হচ্ছে মজুরী এবং সুদ খরচসমূহ। ২০০২ সালে চট্টগ্রামে ১ মণ চালের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ ১৪.৪২ টাকা অনুমিত হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালের তুলনায় সংরক্ষন খরচ বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানতঃ সুদ ও ভাড়া বৃদ্ধির কারণে (সারণী-১ ও appedix সারণী-৪)

সারণী-১ : চালের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ

উপাদান	মণ প্রতি মাসিক খরচ (টাকা)
মজুরী	৪.২৭
ভাড়া	১.৮৪
সুদ	৪.৪৭
ক্ষয়ক্ষতি	২.৯৯
পরিবহন ইত্যাদি	০.৮৫
মোট টাকা	১৪.৪২

উৎস ঃ মাঠ জরীপ ২০০২

বিশ্লেষন কাঠামো ঃ দাম গঠনের একটা স্বল্পকালীন নমুনা (model)

মৌসুমি উত্তোলনের পরই শস্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আমন চাল, যা মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ১৯৮৫), ডিসেম্বর-

জানুয়ারী সময়কালে বাজারে আসে। এক মৌসুমে আগত যোগানকে, যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ভোগের জন্য একটা বৃহত্তর পরবর্তীকালীন সময় কালের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নের চিত্রে (চিত্র ১) লেফটউইচ এর স্বল্পকালীন দাম প্রক্রিয়ার সরলীকৃত মডেল (Leftwich, 1970 : 201) ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরীকৃত দাম গঠনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-১ : খোলা বাজারে দাম নির্ধারণ

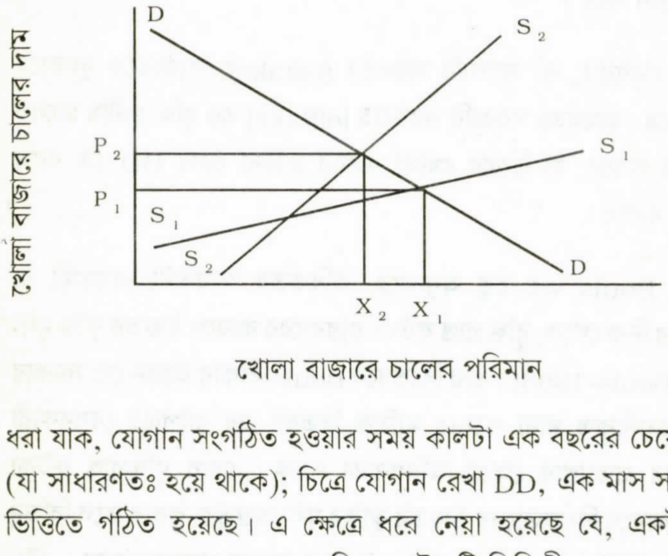

ধরা যাক, যোগান সংগঠিত হওয়ার সময় কালটা এক বছরের চেয়ে কম হয়, (যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে); চিত্রে যোগান রেখা DD, এক মাস সময়কালের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয়েছে যে, একটা সমগ্রক (population) দেয়া থাকলে চাহিদা মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে এবং প্রতিটি এক মাস সময় কালের চাহিদা রেখা, সারা বছরের জন্য অভিন্ন। বিক্রেতারা যে কোন একমাস সময়কালে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রথম সময়কালে প্রস্তাবিত দাম যত বেশি হবে, তারা ঐ সময়ে তত অধিক পরিমাণ চাল বাজারে ছাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়। প্রথম একমাস সময়কালের যোগানরেখা চিত্রের S_1S_1 রেখার মত ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে। এ অবস্থায়, বাজার দাম এবং বিক্রয় এর পরিমান হবে যথাক্রমে P_1 ও X_1।

দ্বিতীয় একমাস সময়কালের যোগান রেখা S_1S_1এর উপরে অবস্থান করবে। কারন, সংরক্ষণের খরচ, অবশিষ্ট দ্রব্যের উপর বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির

একটা স্বাভাবিক হার এবং দ্রব্য ধরে রাখার ঝুকির ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন পরিমানের জন্য পরবর্তী সময়কালে যথেষ্ট উচ্চতর দামের প্রয়োজন হয়, যা বিক্রেতাদেরকে দ্রব্য ধরে রাখতে প্ররোচিত করে। এভাবে দ্বিতীয় সময়কালের যোগান রেখাটা দাড়ায় চিত্রের S_2S_2 এর মত। এ অবস্থায়, দাম এবং বিক্রয় এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে যথাক্রমে P_2এবং X_2। এভাবে পরবর্তী সময়কালে মাসিক যোগান রেখা সমূহের প্রতিটি তার পূর্বের সময়কালের যোগান রেখার উপরে অবস্থান করে।

রেশন এর সরবরাহ, বা সরকারি সরবরাহ (offtake), বাজারকে দুম্বভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ সরকারি সরবরাহ (offtake) এর বৃদ্ধি স্থানীয় চালের চাহিদা হ্রাস করবে, যা চিত্রের খোলা বাজার চাহিদা রেখা DD কে বামে স্থানান্তরিত করবে।

দ্বিতীয়ত ঃ Bouis এর তত্ত্ব অনুসারে, অধিকতর আমদানী ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাদের দিক থেকে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত ফটকা কারবারের কারণে উচ্চতর ঝুকি মূল্য সৃষ্টি করে (Bouis-1983)। তার বিশ্লেষনে Bouis স্বীকার করেন যে, সরকার কর্তৃক আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের মাসিক বিতরণ এর ব্যাপারে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে। এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফটকা করবারের কারণে বিক্রেতাদের উচ্চতর ঝুকির মূল্য অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিভিন্ন পরিমাণের জন্য স্বাভাবিক দামের চেয়ে উচ্চতর দামের প্রয়োজন হবে। এটা, খোলা বাজারে যোগান রেখা $S_1 S_1$, S_2S_2 ইত্যাদিকে বামদিকে স্থানান্তরিত করার প্রবণতা সৃষ্টি করবে। উপরোক্ত দু'ধরনের প্রভাবের নীট ফলাফল শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে এবং পরবর্তী বাজারজাতকরণ মৌসুমের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালের বাজার দামসমূহের মধ্যকার পার্থক্যের মাত্রাকে প্রভাবিত করবে। বোরো ধান, যা ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন করছে, উত্তোলনের পর দাম হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকে, প্রধান শস্য আমন এর নতুন উত্তোলনের সময়কাল নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে (Mears and Anden 1972 : 139)

Regression Model

মৌসুমি উত্থান পতন ও দামের বিস্তারের উপর সরকারি মজুদ হতে offtake এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীদের প্রাসঙ্গিক আচরণ এবং প্রভাব বিশ্লেষনের জন্য, Bouis এর খাদ্য শস্যের বাজারের সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং বউইস এর model ইষৎ পরিবর্তন করে, একটা Regression model ব্যবহার করা হয়েছে (Bouis-1983)। এখানে খাদ্য শস্যের দামের মৌসুমি বৃদ্ধিকে একটা অধীন চালক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সরকারি সরবরাহ (offtake) কে একটি স্বাধীন চলক ও অভ্যন্তরীন উৎপাদনকে অপর একটি স্বাধীন চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি সরবরাহ (offtake) কে, অভ্যন্তরীন সংগ্রহ এবং বাহ্যিক সংগ্রহ বা আমদানীর উপর নির্ভরশীর বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশের বিভিন্ন অংশে খাদ্যশস্যের সরবরাহের, বিতরণে কোন উল্লেখযোগ্য বিধি নিষেধ বিদ্যমান না থাকার কারণে, সাধারণত সরকারি সরবরাহ (offtake) ও দেশব্যাপী উৎপাদন এবং এগুলোর পরিবর্তনের প্রভাব, চট্টগ্রামসহ দেশের সকল প্রধান এলাকায় দামের মৌসুমি পরিবর্তনকে কম বেশী একইভাবে প্রভাবিত করবে বলে প্রত্যাশিত। তাই, মৌসুমি উত্থান পতনের উপাত্ত চট্টগ্রাম এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, অরপদিকে সরকারি offtake এবং উৎপাদনের উপাত্ত পুরো দেশের ভিত্তিতেই সংগৃহীত হয়েছে। ইষৎ পরিবর্তিত Regression model টি নিম্নরূপঃ

$P=A+b_1M+b_2Y$

যেখানে,

P= জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে (মাঝারি) চালের দামের বার্ষিক বৃদ্ধি (শতকরা হারে);

M= বার্ষিক সরকারি সরবরাহ (offtake), (লাখ মেট্রিক টনে)

Y= মোট বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (লাখ মেট্রিক টনে)

উপাত্তসমূহ ছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ সময়কালের। Multiple linear regression টির ফলাফল নিম্নরূপঃ-

P= ৬১.৮৪+১.১৪৩ M -০.৫৪৯Y

(t-মান) (১.০৪৯) (১.০৪৫) (১.২২৮) R^2 =০.২০৩

M, তথা সরকারি সরবরাহ (offtake) এর সহগ ধনাত্মক এবং এটা সাধারণ প্রত্যাশার বিপরীত। যেহেতু দামের উপর সরকারি সরবরাহ (offtake) এর একটা সংশোধনমূলক (moderating) প্রভাব থাকা উচিত। এ সহগটা ধনাত্মক হওয়ার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, সরকারি সরবরাহ (offtake) এর তখনই প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয় যখন যোগানের স্বল্পতার দরুন উচ্চ দাম পরিলক্ষিত হয়। এভাবে সরকারি সরবরাহ (offtake) অক্রিয়ভাবে (passively) দামের উত্থান-পতনের উপর নির্ভরশীল হতে পারে, কিন্তু এটা বিপরীতক্রমে সত্য নয়। এ সহগের চিহ্ন এবং এর তাৎপর্য্য বুঝায় যে, সম্ভবত সরকারি যোগান স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য ভিত্তিক (ad-hoc basis) উন্মুক্ত করা হয়; যেমন-উচ্চ মৌসুমী উত্থান পতন বা উচ্চ দাম বিস্তার সম্পন্ন বছর সমূহে উচ্চতর offtake, এবং নিম্ন মৌসুমী দাম বিস্তার সম্পন্ন বছর সমূহে নিম্ন offtake- যা দামের উপর উপলব্ধি করার মত সামান্যই প্রভাব সৃষ্টি করে। এটাও যোগ করা যেতে পারে যে,সরকারি offtake এর সহগ পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ ফলাফল একটা পূর্ববর্তী সমীক্ষাকে সমর্থন করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে, সরকারি আমদানী দ্বারা দাম প্রভাবিত হয় না (রকিবুজ্জামান এবং আসাদুজ্জামান, ১৯৭২ ঃ ২৯)।

দাম বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীন উৎপাদনের আকারের সম্পর্ক বিপরীত, যা প্রত্যাশিত। কারণ; উৎপাদনের পরিমান হ্রাস পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে। তবে এর প্রভাব, তেমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) সময়কালে খাদ্য আমদানী সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তবে সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি, যেমন দাম স্থিতিশীল রাখা ও দুস্থ্যদের সহায়তা দানের নীতিমালা, অপরিবর্তিত রয়েছে (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,

১৯৯০)। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার কারণে মৌসুমি দাম বিস্তারের উপর সরকারি সরবরাহের (offtake) প্রভাবের কোন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য উপরোক্ত Regression model অনুসারে অপর একটি Multiple linear regression ব্যবহার করা হয়েছে-যার উপাত্তসমূহ ছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৫ সময়কালের। উক্ত linear regression টির ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

P= ২৪.৩৫৩+০.৫৮৭ M-০.১৭১Y

(t-মান) (০.৬৫৩) (০.৭৮৮) (০.৭৭৪) R^2= ০.০৯৯

M বা সরকারি সরবরাহের (offtake) সহগ পূর্ববর্তী ফলাফলের মতই ধনাত্মক এবং পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ ফলাফল বুঝায় যে, এ সময়েও সরকারি যোগান সম্ভবত স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য ভিত্তিক (ad-hoc basis) উন্মুক্ত করা হয়েছে যা দামের উপর সামান্যই প্রভাব সৃষ্টি করে। উপরন্ত, ১৯৯০ এর পরে সরকারি সরবরাহ (offtake) এর পরিমাণ পূর্বের সময়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (Appendix: সারণী-৩)। বেসরকারি আমদানীর ফলে এটা প্রত্যাশিত, যদিও বর্ধিত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কারণেও তা হতে পারে। সরকারি সরবরাহের নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে দাম পরিবর্তনের উপর এর প্রভাব অধিকতর নিষ্ক্রিয় হয়ে দাড়াতে পারে।

এ সময়েও দাম বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বিপরীত, যা প্রত্যাশিত এবং এর প্রভাব তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যদি সরকারি অংশগ্রহন, দামের স্থিতিশীলতা আনয়নে সফল না হয়, তবে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাড়ায় যে, অন্য কোন উপাদান দামের মৌসুমী উত্থান-পতনকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে, খোলা বাজারে খাদ্য শস্যের বাণিজ্যের বৃহৎ অংশের জন্য দায়ী বেসরকারি ব্যবসায়ী বা ফটকা কারবারীদের কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত অংশে তা উপস্থাপিত হয়েছে।

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালী

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৯ এবং ১৯৭৯ সময়কালে ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালীর

একটা তুলনা, তাদের অবস্থান ও প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা এবং মৌসুমি দামের উত্থান-পতনের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের একটা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সারণী-৩ এ, Mears ও Anden কর্তৃক অনুসৃতঃ পদ্ধতি (Mears & Anden 1972: 139-41) অনুসারে নিরূপিত, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সালে মধ্যম ও নিম্নমানের চালের মজুদকারী ব্যবসায়ীদের গড় মুনাফার হার তুলনা করা হয়েছে। একটা সমগ্রক (population) প্রদত্ত অবস্থায়, এক বছরের বিভিন্ন মাসে খাদ্য শস্যের চাহিদা একই রকম থাকার কথা। তাই, এক বছরে ব্যবসায়ীদের গড় মানুফার হার প্রাক্কলনের জন্য, শস্য ধরে রাখার মাসিক মুনাফার হারের একটা গড় ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখিত দুই সময়কারের জন্য।

এক বছরের কোন একটা প্রদত্ত মাসের জন্য, মুনাফার হার হবে নিম্নরূপ ঃ-

$$Rmi = \frac{Prm—Pro\text{-}Cm}{Pro} \times ১০০$$

এখানে,

Rmi=i বছরে, m মাস পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৭ মাস) চাল ধরে রাখার মুনাফার হার;

Prm=m মাসে চালের খুচরা দাম;

Pro = ভিত্তি মাসে চালের খুচরা দাম (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে);

Cm=m মাস পর্যন্ত চাল ধরে রাখার খরচ। খরচ (Cm) চাল মজুদকরণে মজুদের খরচ ও সুদ খরচের যোগফল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে সুদ খরচ ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সালের জন্য যথাক্রমে ১১ ও ১৫.৫ শতাংশ; ১৯৭৯ সালের চাল রাখার খরচ নির্ণয়ে ১৯৮৬ সালের প্রাক্কলিত মজুদ খরচ ব্যবহার করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের মজূরী হার সূচকসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা হয়। ১৯৯৯ সালের চাল রাখার খরচ ২০০২ সালের মজুদ খরচের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

i =১৯৭৯, ১৯৯৯

i বছরের জন্য-

$$R_i = \frac{\sum_{m=১}^{৭} R_{mi}}{৭}$$

যেখানে Ri =i বছরে মুনাফার হার;

সারণী-২ : ব্যবসায়ীদের গড় মানুফার (বা ক্ষতির) হার

চালের প্রকৃতি	১৯৭৯	১৯৯৯	t-মান
মধ্যম মান	১৭.১৪(৮৬)	-২৩.৯০(৫৭.৬)	৫.৩৭*
নিম্নমান	১০.৯৬(৯০.৬)	-২২.৬০(৬৭.২)	৪.৮৯*

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীতে উপস্থাপিত মানসমূহ সংশ্লিষ্ট coefficient of variation (cv)* 1% level এ তাৎপর্য্যপূর্ণ (Significant)

উৎস ঃ সারণী-১, Appendix : সারণী-২, Appendix : সারণী-৪

সারণী-২ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মধ্যম ও নিম্ন উভয় মানের চালের ক্ষেত্রেই মুনাফার হার হ্রাস পেয়েছে। উভয় ধরনের চালের ক্ষেত্রেই, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ এর গড় মুনাফার হারের মধ্যকার পার্থক্য, পরিসংখ্যানিক দিক থেকে তৎপর্য্যপূর্ণ। মুনাফার এ সকল প্রাক্কলন নির্দেশ করে যে, ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পারবে শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, দামের পরিবর্তন অনুসারে, উচ্চতর দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে। এটাও যুক্ত করা যেতে পারে যে, যে সকল বৃহৎ মিল মালিক ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদনের ফল লাভ করে, খাদ্যশস্য মজুদ এবং এর ব্যবসাও করে থাকে, তাদের খরচ সম্পর্কে এ সমীক্ষায় তদন্ত করা হয়নি বলে এ সমীক্ষায় প্রাক্কলিত হারের চেয়ে প্রকৃত মুনাফার হার

উচ্চতর হওয়া স্বাভাবিক। মুনাফা হ্রাসের কারণ অধ্যয়ন করার জন্য সারণী-৩ এ উপস্থাপিত চালের খুচরা দামের মৌসুমী সূচকের একটি বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

সারণী-৩ : মধ্যম মানের চালের খুচরা মূল্যের মৌসুমি সূচক

মাস	১৯৬০-৬৫	১৯৬৫-৬৮	১৯৮৫-৯০	১৯৯৬-৯৯
জুলাই	১০১.৮৬	১০৪.২১	৯৫.৯৫	৯২.০১
আগষ্ট	৯৭.৯৮	১০৩.৮৯	১০১.১৪	৯২.০২
সেপ্টেম্বর	১০০.৩৪	১০৯.০২	১০৩.০২	৯৪.৪৬
অক্টোবর	১০০.৪৯	১০৪.৮৬	৯৮.৩৭	৯৪.৬৯
নভেম্বর	৯৭.৬৮	১০০.৬৯	১০০.৪১	৯৪.৬৪
ডিসেম্বর	৯২.৯৯	৯২.৩৫	৯৭.৫৪	৯৪.৫৮
জানুয়ারী	৯২.৮৮	৯২.৬৬	৯৭.২১	১১৮.৭৬
ফেব্রুয়ারী	৯৬.২৩	৯৩.৯৬	৯৯.২৭	১২০.৮৪
মার্চ	৯৮.৯৭	৯৩.০০	১০০.৪০	১০০.৮৯
এপ্রিল	১০৩.৩৫	৯৬.৮৫	১০২.৬১	১০০.১৭
মে	১০৫.৮৬	১০১.৬৬	১০২.৫	১০০.০৫
জুন	১১১.১১	১০৬.৭৮	১০১.৫৬	৯৫.০৫

উৎস ঃ Appendix সারণী ১ ও ২

সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন মাসের মধ্যে শতকরা মানসমুহের পরিবর্তন ১৯৬০-৬৫ সময়কালে ১৮.২৩, ১৯৬৫-৬৮ সময়কালে ১৬.৬৭, ১৯৮৫-৯০ সময়কালে ৭.০৭ এবং ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে ২৮.৮৩। এটা দেখায় যে, দামের মৌসুমী বিস্তারে মাত্রা বিবেচ্য বছরসমূহে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। BIDS এর একটা সমীক্ষা থেকেও এ ফলাফলসমূহের সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, চালের পাইকারী দামের মৌসুমি বিস্তারসমূহের মাত্রা, ১৯৭০ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে (Chowdhury ১৯৮৭ঃ১১৪)।

পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে দামের মৌসুমি বিস্তৃতি বৃদ্ধির একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে শস্য উত্তোলনের সময় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে দাম রেখার নিম্নভাগ বা তলের ব্যাপক উত্থান এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে জুলাই-আগষ্ট মাসে দাম রেখার চূড়া (peak) কাঠামোর হ্রাস (সারণী-৩)।

সরকারের অভ্যন্তরীন সংগ্রহ কর্মসূচি দামের এ মৌসুমি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। চালের দামে মৌসুমীত্ব এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ-এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে চৌধুরী কর্তৃক পরিচালিত BIDS-এর একটা সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষা অনুযায়ী চাল ও ধানের একটা বৃহৎ অংশ ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়কালের মধ্যে, তথা আমন শস্য আহরণের সংশ্লিষ্ট সময়কালের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছিল। সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, শস্য উত্তোলনজনিত দামের হ্রাস স্থগিত করণের মাধ্যমে "সংগ্রহ কর্মসূচী" খাদ্য শস্যের মৌসুমী দামের তল (trough) উন্নয়নে অবদান রেখেছে (Chowdhury; 1987 : 114-27)।

ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম পরীক্ষা করলে ১৯৯৬ পরবর্তীকালে শস্য উত্তোলনের সময় মৌসুমী দামের উত্থানে তাদের সম্ভাব্য প্রভাবও প্রকাশ পায়। ১৯৮০ থেকে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ২০০ বড় চালের মিল গড়ে উঠে। এ সমীক্ষায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাঠ জরিপ হতে প্রতীয়মান হয় যে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব মিলের প্রতিনিধিরা উন্নত ধান উৎপাদনকারী প্রধান এলাকাসমূহে যাতায়াত করে এবং সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে বা, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে এ সব মিলে সরবরাহ করে। প্রতি মিল কর্তৃক বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকৃত ধানের গড় পরিমাণ ২৫০০ টন থেকে ২০,০০০ টনের মধ্যে উঠানামা করে (BRRI, 1987 : 83, 162)। এক প্রাক্কলন অনুসারে কৃষি উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ হচ্ছে চালের বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্ত (BRRI, 1987 : 12, 54)। যা নির্দেশ করে, ১৯৯৯ এর জন্য বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্ত প্রায় ৫১ লাখ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। এর অর্থ, চালের বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ এ সকল মিলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেগুলো খাদ্যশস্যের মজুদ ও বাণিজ্যও করে থাকে। যখন তারা কোন একটা দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার একটা বড় অংশ গঠন করে তখন ব্যবসায়ী বা ফটকা কারবারীগণ, অন্যান্য ফটকা কারবারীগণের পদক্ষেপ সম্পর্কিত সচেতনতা নিয়েই ক্রয় করে থাকে (Weiss, 1967 : 52)।

অন্য ফটকা কারবারীরা ক্রয় করবে মনে করে যখন ফটকা কারবারীরা ক্রয় করে তখন কোন কোন সময় দাম বাড়াতে পারে, এবং এভাবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শস্য উত্তোলনের সময়কালে দাম রেখার তল এর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে থাকে। অন্য সময়ে, বিক্রয় সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত একই ধরনের আচরণ দামের পতন ঘটাতে পারে, যেভাবে শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালে দাম রেখার চূড়া ব্যাপক হ্রাস ঘটাতে পারে। বাণিজ্যকারকদের উক্ত আচরণকে ১৯৯৬-৯৯ সময়ে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে শতকরা মানসমূহ সর্বোচ্চ ও অপরদিকে জুলাই-আগষ্ট মাসে সর্বনিম্ন থাকার একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এ ব্যাপারটা আংশিকভাবে উপরোক্ত BIDS সমীক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, মিলের যান্ত্রিকায়িতক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত অবস্থান দাম রেখার তল (belly) উন্নয়নে অবদান রেখেছে (Chowdhury; 1987:125)। বোরো ধান, যা ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন করছে, উত্তোলনের পর অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে দাম হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। ১৯৯৫-৯৬ সালে বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭২.২ লক্ষ মেঃ টন-যা এসময়ে মোট উৎপাদনের প্রায় ৪১ শতাংশ। বোরো ধানের উৎপাদনকে ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে জুন-জুলাই মাসে চূড়া কাঠামোর ব্যাপক হ্রাস ও দামের পতন এর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

সংরক্ষনের খরচ, বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির একটি স্বাভাবিক হার এবং ঝুঁকির ক্ষতিপুরন মিটানোর জন্য উত্তোলনের পরবর্তী ধারাবাহিক সময়কালে যথেষ্ট উচ্চ দামের প্রয়োজন হয়। যা ব্যবসায়ীদের উত্তোলনের সময়ের পর শস্য ধরে রাখতে প্ররোচিত করে। ১৯৯৬ থেকে মূল্য সূচক এর গতিবিধি ও বর্তমান ধরণ নির্দেশ করে যে এর বিপরীতটাই হয়েছে। শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চ মূল্য বিরাজ করে। অতঃপর মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ হ্রাস পেতে থাকে এবং শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালে অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট মাসে উচ্চ দামের পরিবর্তে দাম নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় (সারণী-৩)। মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায়, মজুদ ও ঝুঁকি খরচ না মেটানোর ফলে মুনাফা ঋনাত্মক হয়। ব্যবসায়ীগন লাভ করতে পারবে

শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, উচ্চতর-দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে।

ফলাফল ও উপসংহার

এ সমীক্ষায় খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাল, বিতরণ ব্যবস্থার-বিশেষ করে চট্টগ্রাম এলাকার-বিভিন্ন উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে করে বাজার দামসমূহ কী উপায়ে মৌসুমিভাবে গঠিত ও পরিবর্তিতত হয় এবং সরকারী মজুদ হতে offtake ও ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালী কিভাবে দামের গঠন ও পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে তা বুঝা যায়। সমীক্ষায় চট্টগ্রাম এলাকার পাইকারী দোকান ও গুদামসমূহের ক্ষেত্রে চালের গড় মাসিক মজুদ খরচ হিসেব করা হয়েছে।

উৎপাদন ও দামের মৌসুমিত্ব বিবেচনায় এ সমীক্ষায় খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান যেমন একদিকে বাজার দাম ও তার মৌসুমি পরিবর্তন এবং অন্যদিকে উৎপাদন, সরকারী সরবরাহ (offtake), ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ইত্যাদির আন্তঃ সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য Leftwich (1970) কর্তৃক প্রণীত একটা সরল নমুনা (model) ব্যবহার করা হয়েছে। এ নমুনা ব্যবহারের মাধ্যমে, শস্য আহরণের সময়ের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে এবং পর্যায়ক্রমিক মাসিক সময় ব্যাপ্তিকালে খোলা বাজারে দামের গঠন পরীক্ষা করা হয়েছে।

সরকারি সরবরাহ (offtake) সহ বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটা regression model ব্যবহৃত হয়েছে। যা থেকে দেখা যায় যে, আন্তঃ মৌসুমী দাম পরিবর্তনের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের কোন তাৎপর্যপূর্ণ, স্থিতিশীলতা আনয়নকারী প্রভাব নেই। এ ফলাফল পূর্বের একটা BIDS সমীক্ষা সমর্থন করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, আমদানী দাম পরিবর্তনে নিষ্কিয়ভাবে সাড়া দিয়ে দামের উত্থান-পতনের উপর তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সময়কালের মধ্যে, ব্যবসায়ীগণ যারা মজুদ ও বাণিজ্য করে-এর মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। এ হ্রাসকৃত এবং ঋণাত্বক মুনাফার হারের কারণ হিসেবে মৌসুমী দাম বিস্তৃতির ধরণকে চিহ্নিত করা হয়েছে-যা মুলত শস্য উত্তোলনের সময় মৌসুমী দাম রেখার তলের উল্লেখযোগ্য উত্থান দ্বারা প্রভাবিত।

এ সমীক্ষায় উপস্থাপিত প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৯০ এর পর খাদ্য আমদানী বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে দামের বিস্তৃতির উপর সরকারি অংশগ্রহনের প্রভাবের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। তবে সরকারের অভ্যন্তরীন সংগ্রহ কর্মসূচী শস্য উত্তোলন জনিত দামের হ্রাস স্থগিত করণের মাধ্যমে ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়কালে খাদ্য শস্যের মৌসুমি দামের তল উন্নয়নে অবদান রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ সমীক্ষা সরকারী অংশগ্রহন ছাড়া অন্যান উপাদানের দিকেও নির্দেশ করে যেগুলো মৌসুমি দামের উত্থান-পতনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৮০ এর শেষ নাগাদ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রধান চালের মিল গড়ে উঠেছে এবং এটা নির্দেশ করে যে, চালের বাজারজাতকৃত উদ্ধৃত্তের একটা বড় অংশ এ সকল মিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দিক থেকে, এ সমীক্ষায়, প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালীর একটা পরীক্ষার মাধ্যমে, শস্য উত্তোলনের সময়কালে এবং উচ্চতম দাম মাস সহ বছরের অন্যান্য সময়কালে, দামের মৌসুমি তারতম্যের উপর বৃহৎ মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাবের সম্ভাবনাকে তুল ধরে।

১৯৯৬ থেকে শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে মৌসুমী দাম রেখার তলের (belly) ব্যাপক উত্থান ঘটেছে। উত্থান আবার ঘটেছে মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচী (Internal procurement program) এবং সম্ভবত ১৯৮০ পর্যন্ত গড়ে উঠা বড় মাত্রার মিলিং (milling) ক্ষমতার কারণে। অপরদিকে বোরো ধানের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ১৯৯৬ পরবর্তী সময় জুন-জুলাই মাসে চুড়া কাঠামোর হ্রাস এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৯৬-৯৯ সময়ে দাম বিস্তৃতির এ ধরণের কারণে মূল্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের মজুদ খরচ ও ঝুঁকি খরচ মেটানো যায়নি, যার ফলে মুনাফা ঋনাত্মক হয়। ব্যবসায়ীকগন লাভ করতে পারবে শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, উচ্চতর দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে।

এটা প্রস্তাব করা যায় যে,বৃহৎ মিল মালিকদের খরচ ও মুনাফা, এবং ক্রয়, বা প্রত্যাহারের এবং মিল মালিকসহ ব্যবসায়ীদের বিক্রয় আচরণ এর উপর সমীক্ষা

পরিচালনা করা যেতে পারে। এর ফলে তাদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতার একটা সঠিক পর্যালোচনা এবং মৌসুমী দাম উত্থান পতনের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের একটা অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন লাভ করা যায় । এছাড়া ১৯৯০ এর পরবর্তী সময়কালে বেসরকারী আমদানীকারকদের আমদানী ও বিক্রয় আচরণের উপর বিস্তারিত নিরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যাতে করে মৌসুমী দামের উপর সরকারের পাশাপাশি তাদের সম্ভাব্য প্রভাবও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯১) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯২) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৪) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বি, বি, এস (১৯৮৬) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৮৭) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯২) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৩) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৪) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৬)) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (২০০১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৮৩) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (২০০১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন***। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি আর আর হাই (১৯৮৭) ***বাংলাদেশে চালের বাজারজাত করণের একটা বেঞ্চমার্ক সমীক্ষা*** / ঢাকা ঃ বি আর আর আই।

বউইস, এইচ, ই (১৯৮৩) ***'ফিলিপাইনে চালের মৌসুমি দামের তারতম্য; সরকারি হস্তক্ষেপের প্রভাব পরিমাপ*** / খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা Vol. xxx, No. 1

চৌধুরী, নঈমউদ্দিন (১৯৮৭) ***স্বাধীনতার সময়কাল থেকে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের দাম ও সংগ্রহ কর্মসূচীর মৌসুমিত্বঃ একটা উদঘাটনমূলক সমীক্ষা,*** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, Vol. X, বি আই ডি এস।ঃ

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৩), *চালের গড় মাসিক খুচরা দাম*। চট্টগ্রাম ঃ কৃষি বিপনন অধিদপ্তর।

পূর্ব পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো। *মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন* (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা।

হামিদ এম, এ, (১৯৯১) *এ ডাটা বেস ইন এগ্রিকালচার এন্ড ফুডগ্রেন ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা।

লেফটউইচ, আর (১৯৭০), *দ্যা প্রাইস সিস্টেম অ্যান্ড রিসোর্স অ্যালোকেশন ইলিনয়েস*ঃ দ্যা ড্রাইডেন প্রেস।

মেয়ারস, লিওন এ এবং এগুেন, টি, এল, (১৯৭২) *শষ্য উত্তোলন পরবর্তী চালে দামের বৃদ্ধি থেকে কে লাভবান হয়? দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সমীক্ষা* (সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ষ্টাডিজ)।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০) *ডেভেলপমেন্ট স্টাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার* ।ঢাকা ঃ কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫) *তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক* পরিকল্পনা। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

রকিবউজ্জামান এবং আসাদউজ্জামান এম (১৯৭২) ***১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সময়কালে বাংলাদেশের চালের দামের বিশ্লেষন*** ।নতুন সিরিজ নং-২। ঢাকা ঃ বি আই ডি এস।

ওয়েইস, এল, ডব্লিও (১৯৬৭), *কেস স্টাডিজ ইন আমেরিকান ইন্ডাষ্ট্রি* ।ইউ, এস, এ ঃ উইলি এন্ড সন্স।

APPENDIX

সারণী-১ চালের (মাঝারি) মাসিক নূন্যতম গড় খুচরা মূল্য

মাস	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
জুলাই	২৫.০৩	২৪.৯৯	২৭.৩৫	২৮.৫৯	২৮.০০	৩৬.৪০	৪৫.২০	৪৮.৪০
আগষ্ট	২৫.৯৬	২৪.৬১	২৫.৩৯	২৫.৬০	২৭.২০	৩৬.৪০	৪৭.২০	৪৬.০০
সেপ্টেম্বর	২৫.০৩	২৫.১৯	২৫.৭৪	২৫.৫১	৩০.৪০	৩৭.২০	৫২.৪০	৪৬.৪০
অক্টোবর	২৩.০৬	২৫.৮৬	২৬.৪০	২৫.৯২	৩০.৮০	৩৫.২০	৪৯.৬০	৪৬.০০
নভেম্বর	২১.৯৮	২৫.১২	২৬.৩৬	২৪.৮৮	৩০.০০	৩৫.২০	৪৬.৫০	৪৩.৬০
ডিসেম্বর	২১.৯৭	২৩.৬৮	২৫.৩৯	২২.৩৮	২৮.৮০	৩৩.২০	৪২.৪০	৩৯.৬০
জানুয়ারী	২৩.১৪	২৩.৭৪	২৫.৮০	২২.১৮	২৭.২০	৩৪.৪০	৪২.৮০	৩৮.৪০
ফেব্রুয়ারী	২৩.৮৪	২৪.২২	২৭.০১	২১.৭৬	২৯.৬০	৩৩.২০	৪৬.৪০	৩৭.৬০
মার্চ	২৪.৩০	২৫.৪৬	২৮.৪৬	২১.৪৪	৩০.৪০	৩৪.৪০	৪৪.৮০	৩৬.৮০
এপ্রিল	২৪.৮৬	২৬.৫৭	২৮.৭৬	২৪.৪০	৩১.২০	৩৭.৬০	৪৪.৮০	৩৮.৪০
মে	২৫.৩৫	২৭.২৩	২৮.৯৪	২৫.২০	৩২.৪০	৩৯.২০	৪৭.২০	৪০.৪০
জুন	২৬.১৫	২৮.০৫	২৯.৮১	২৭.২০	৩৪.৮০	৩৯.৬০	৪৭.৬০	৪৬.০০

উৎস ঃ ১। খাদ্য বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান সরকাশ, ২। পূর্ব পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো। মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, (বিভিন্ন সংখ্যা)

APPENDIX

সারণী-২ চট্টগ্রামে চালে মাসিক গড় খুচরা মূল্য (কেজি প্রতি টাকায়)

বৎসর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৭৮	মাঝারি ৩.৫৭	-	-	৪.৬০	৪.৯৪	৫.১৪	৪.৩৪	৪.১৬	-	৪.৪২	-	৪.৫১
১৯৭৮	নিম্ন ৩.৩৫	৩.৭৩	৪.১১	৪.৩৫	৪.৩৭	৩.৯৩	৩.৮৫	-	-	-	-	-
১৯৭৯	মাঝারি ৪.৪৬	৪.৬৪	৪.৭৭	৫.১৮	-	৬.০৫	৬.৮৭	৬.৮১	৭.২২	৬.৭৮	-	-
১৯৮০	মাঝারি ৬.৩০	-	-	৬.৫৫	৬.৬৯	৬.৬০	৫.৭৩	৬.০১	৬.১৫	৬.০৮	-	-
১৯৮১	মাঝারি ৫.০৮	৫.২৪	৫.২৪	-	-	-	-	৬.৫৪	৬.৪৬	৬.৮৫	-	-
১৯৮২	মাঝারি ৭.২৯	৮.১৯	৮.১৯	-	-	-	-	৭.৫৪	৯.৩৪	৯.২৯	-	-
১৯৮৩	মাঝারি ৭.৭৬	৭.৫৫	৭.৪৯	-	-	-	-	৮.১৯	৮.৫৬	৯.৩০	-	-
১৯৮৪	মাঝারি ৮.৫৬	৮.১৩	৯.১৯	৯.৬৫	-	-	-	১০.৩৮	১০.১৭	১০.১৭	-	-
১৯৮৫	মাঝারি ৮.৬০	৮.৮১	৮.৮৭	৮.৮৭	৮.৩৭	৭.৭৫	৭.৭৫	৯.২১	৯.২১	৯.০২	৯.০২	৯.০০
১৯৮৬	মাঝারি ৯.২৭	১০.১৮	৯.৫৭	১০.১৬	১০.৬৪	১০.৬৫	১০.৯৬	১০.৬৩	১০.৪৭	১১.০১	১১.৫৯	১১.২৫
১৯৮৭	মাঝারি ১১.১০	১১.১৯	১১.৫৬	১২.৩০	১২.১৫	১১.২১	১১.৫৫	১৩.৮১	১৩.৭৫	১৩.৫৬	১২.৩৭	১১.৫০
১৯৮৮	মাঝারি ১২.১২	১২.৫০	১২.৬৭	১২.৫৬	১২.৩১	১২.৬০	১২.৪৯	১২.৫৯	১৩.৪৩	১২.৪৩	১৩.৯০	১৪.২৫
১৯৮৯	মাঝারি ১২.৩৭	১২.২৫	১২.২০	১২.১৬	১২.২২	১২.৪১	১৩.৮৭	১৩.৪৪	১২.৯৩	১২.০৩	১২.৪৫	১১.৫৬

সারণী-২ (১)

বৎসর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৯০	মাঝারি ১২.৫০	১২.৪৬	১৩.২৫	১৩.৩৭	১৩.১৭	১৩.০৬	১৩.২৫	১৩.৮৫	১৪.০০	১৪.০০	১৩.৩১	১২.৭৫
১৯৯১	মাঝারি ১১.৫৮	১২.৫৫	১২.১০	১২.২০	১৪.২৫	১৪.৪০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৬৯	১৫.০৫	১৩.৯১	১৩.৮০
১৯৯২	মাঝারি ১৪.২৫	১৪.৩০	১৪.৬০	১৫.০০	১৪.৩২	১৫.২১	১৫.০৩	১৪.৭৩	১৪.৭৩	৩.৭৫	১৩.১২	১২.৪০
১৯৯৩	মাঝারি ১২.৫০	১২.২৫	১২.০০	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.৩১	১২.৫০	১২.৫৩	১২.২১
১৯৯৪	মাঝারি ১২.২২	১৩.০৫	১৩.৪৮	১৩.৯৬	১৩.৫৩	১৪.০০	১৪.৭৫	১৫.১৩	১৫.৪৫	১৫.৬২	১৫.৯৪	১৩.০০
১৯৯৫	মাঝারি ১৬.৩৮	১৬.০০	১৬.২৫	১৬.০০	১৬.০০	১৫.৭৫	১৬.০৭	১৬.১৩	১৫.৭৫	১৫.৭৫	১৫.৭৫	১৫.৫০
১৯৯৫	নিম্ন-১৩.৭৫	১৩.০০	১৪.০৫	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪.৬৮	১৪.৬২	১৪.৬০	-	-	-	-
১৯৯৬	মাঝারি ১৬.১২	১৬.৫০	১৬.৮৮	১৭.০০	১৬.৫০	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৭০	১৩.৫০	১৩.৪০
১৯৯৭	মাঝারি ২৭.০০	২৭.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৭০	১৫.৫০	১৫.৮০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
১৯৯৮	মাঝারি ১৬.১৩	১৬.৮৮	১৬.৮৮	১৭.৭৫	১৬.৫০	১৬.৫০	১৬.৮৮	১৮.৭৫	১৯.২৫	১৯.৬০	১৯.৭৫	১৯.৮০
১৯৯৯	মাঝারি ২০৫০	২০.০০	২০.০০	১৮.৫৩	১৯.৫০	১৯.০০	১৫.৭৫	১৬.৯৬	১৬.৩৩	১৬.৩৩	১৬.৩৩	১৬.৩৩
১৯৯৯	নিম্ন ১৭.০০	১৭.৫০	১৭.৬৬	১৬.৪০	১৬.৪২	১৭.০০	১৩.৭৫	১৪.৩০	১৫.০০	-	-	-

উৎস ঃ ১। কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, ২। বিবিএস, মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (বিভিন্ন সংখ্যা), ৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইকনমিক ট্রেন্ডস (বিভিন্ন সংখ্যা) ঢাকা।

সারণী-৩ : অভ্যন্তরীন উৎপাদন এবং সরকারি মজুদ হতে **offtake**

বৎসর	উৎপাদন (লাখ মেট্রিক টন)	**off-Take** (লাখ মেট্রিক টন)
১৯৭৮	১১৫.৫২৩	১৬.৬৭
১৯৭৯	১০৯.৪০৩	২৩.৩৬
১৯৮০	১১৬.৫৯৯	১৭.৮৭
১৯৮১	১৩৬.২৫৯	১৭.৮২
১৯৮২	১২২.১৫৭	২১.৪২
১৯৮৩	১৩০.৪৬৯	১৭.৯২
১৯৮৪	১২৮.৭২৫	২৭.১৮
১৯৮৫	১৩৩.৫৫৭	১৭.৩০
১৯৮৬	১৩৮.৩২৩	১৭.৩৫
১৯৮৭	১৩৮.৪৯৭	২৬.১৮
১৯৮৮	১৩৫.৮৬১	২৩.৫১
১৯৮৯	১৩৩.৬৬	২৬.২৯
১৯৯০	১৫৪.৭০	২১.৭০
১৯৯১	১৫৫.৭১	২৬.০৬
১৯৯২	১৫৪.০৬	১৫.২৮
১৯৯৩	১৫৪.০৬	১১.৯০
১৯৯৪	১৬২.৬৯	১৪.৪২
১৯৯৫	১৫০.৮৩	১৬.৯৩

দ্রষ্টব্য ঃ বাৎসরিক উৎপাদন যা অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এবং ডিসেম্বর এ আমন ধানের ভোগের পরিমাণ দ্বারা সংশোধিত।

উৎস ঃ ১। ইয়ার বুক অফ এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

২। পরিসংখ্যান ইয়ার বুক (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

৩। ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার, ১৯৮০। কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়।

৪। এমএ হামিদ (১৯৯১), ডাটা বেস ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুডগ্রেইন ইন বাংলাদেশ। ঢাকা।

৫। মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

সারণী-৪ ঃ চালে গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ

উপাদান	মাসিক খরচ (মনপ্রতি)
মজুরী	টাকা ৩.২৬
ভাড়া	০.৩৩
সুদ	০.৭১
ক্ষয়ক্ষতি	০.০২
হ্যান্ডলিং, ইত্যাদি	৪.৩২
মোট টাকা	৮.৬৪

উৎস ঃ মাঠ জরীপ ১৯৮৫-৮৬